১৮৬

তারিখ ২৩/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রসঙ্গে

৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের পর আশানুরূপ ফলাফল প্রাপ্তি এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী শিক্ষা জাতিকে উপহার দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯২ সালে ১ জানুয়ারী ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুসহ ১৯৯৩ সালে জানুয়ারী মাসে সারাদেশকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়। শিক্ষা প্রসারের জন্য বিগত সরকারগণও ১৮৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্ট, ১৮৪৫ সালে উড্ এডুকেশন ডেসপাস এবং ১৮৮২ সালে ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন গঠন করেছিলেন। তারও পূর্বে ১৯১৭-২৭ দশকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনটি কমিশন গঠন করেছিলেন। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে শামসুল আলম শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। যার রিপোর্ট আজও ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। আদৌ মুখ খুলবে কিনা জাতির জিজ্ঞাসা। স্বাধীনতার পর ইংরেজদের গড়া প্রশাসন সংস্কার করলেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন সংস্কার করা হয়নি। শিক্ষা নীতি-নির্ধারণী মহলে যারা রয়েছেন তারা অধিকাংশই এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া তো করেননি, অথচ তাদের মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা নীতি-নির্ধারণী পরিকল্পনা। যার ফলস্বরূপ আজকের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধানে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরছি।

(ক) যোগ্যতা ও বেতন ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ঃ সকল পেশার লোকেরাই জীবিকা নির্বাহ করার জন্য চাকরি করেন। বর্তমান চড়া মূল্যের বাজারে জীবন নির্বাহ ও সন্তানাদি লেখাপড়া করানো কতটুকু সম্ভব তা বিবেচনার দাবীদার। স্বাধীনতা পরবর্তী ২৯ বছরে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ১২০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২৫ টাকায় পৌঁছেছে। পাশাপাশি সমমানের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ১১০ টাকা থেকে ৩৪০০ টাকায় পৌঁছেছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে ১৩ গুণ, অন্যদের বেড়েছে ৩১ গুণ। এছাড়াও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের ২/৪টি ইনক্রিমেন্ট দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। অতিরিক্ত প্রধান শিক্ষকদের চার্জ এলাউন্সও ছিল। সকল কিছুই বিলুপ্ত হয়ে আজ যেখানে সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করছেন কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক আদেশবলে চাকরিরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষারত বিভাগীয় অনুমতি সাপেক্ষে অনিবার্য কারণে ব্যর্থদের শাস্তির আদেশ দিয়েছেন। যা শিক্ষা সম্প্রসারণের বদলে শিক্ষা সংকোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বর্তমান নিয়োগবিধি অনুযায়ী অতি মেধাবীরা নিয়োগ ফেলে বেতন বৈষম্যের ফলে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ সরকার বছরে দু'বার নিয়োগ করেও শূন্যপদ পূরণ করতে পারছেন না। এটা জাতির জন্য লজ্জাকর নয় কি?

> **বদ্ধ জলাশয়ের পানি যেমন কিছুদিন পর পর বিষাক্ত হয়ে যায় তেমনই কর্মক্ষেত্রে পদন্নোতিবিহীন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় কর্মরত শিক্ষকগণ কর্মে উৎসাহ ও আগ্রহ হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে যান।**

খ) পদন্নোতিতে প্রাথমিক শিক্ষকগণই বঞ্চিতের সর্ব শীর্ষে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়েরই পদন্নোতির নিয়মিত ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষকদেরই কোন পদোন্নতি নেই। সহকারী শিক্ষক থেকে বড়জোর প্রধান শিক্ষক পদে এসে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। এইউইও-তে ৫০% কোটা রাখা হলেও অভিজ্ঞতার কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। বরং এর মাঝে রয়েছে শুভঙ্করের ফাঁকি। থানা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ উর্ধ্বতন কোন পদে শিক্ষকদের পদন্নোতির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পদন্নোতির কোন ব্যবস্থা নেই। সকল চাকরির ক্ষেত্রেই ৫৭ বছর পর্যন্ত পদন্নোতির সীমারেখা রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত ৩৫ বছর এবং এইউইও, ও ইউইও-তে ৪৫ বছর পর্যন্ত কিছু কঠিন শর্ত যুক্ত করে দেয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে পদন্নোতির অন্তরায় সৃষ্টি করে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। বদ্ধ জলাশয়ের পানি যেমন কিছুদিন পর পর বিষাক্ত হয়ে যায় তেমনই কর্মক্ষেত্রে পদন্নোতিবিহীন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় কর্মরত শিক্ষকগণ কর্মে উৎসাহ ও আগ্রহ হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে যান।

গ) ছাত্র অনুপাত শিক্ষক উন্নত বিশ্বের কারিকুলাম আমাদের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তার অবস্থান ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। আমাদের দেশে ৩৭৭১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১,৭৫,০০০ শিক্ষকের মধ্যে শতকরা ২০% শিক্ষকের পদ সব সময় শূন্য রাখা হয়। যেখানে উন্নত বিশ্বে একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ান। সেখানে পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে আমাদের দেশে শিক্ষক অনুপাত শিক্ষার্থী দাঁড়িয়েছে ৪৯ঃ১ থেকে ৭৫ঃ১ (৭২-৯৭ পর্যন্ত) পরিসংখ্যানে সহজেই অনুমেয় উন্নত রাষ্ট্রের তিন গুণ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণ পাঠ দান শুরু করেন। যা দেশে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান নেই এবং কাঙ্ক্ষিতও নয়। অধিকন্তু সরকার বর্তমানে ডবল শিফ্ট বিদ্যালয়গুলোকে এক শিফ্টে পরিণত করে শিক্ষা সম্প্রসারণ থেকে শিক্ষা সংকোচনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী প্রায় শতাধিক বিদ্যালয়কে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বিলুপ্তির কারণ হিসেবে বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস, কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে ব্যর্থতা ইত্যাদি সনাক্ত করা হলেও এর অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে না। অভিজ্ঞমহল ও শিক্ষা সচেতন ব্যক্তিগণ একে শিক্ষা নীতিতে এক অশনি সংকেত বলে ধারণা করছেন।

ঘ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারণী ঃ প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ২টি পর্যায়ে বিভক্ত। একদিকে নীতি-নির্ধারণী স্তরে সরকারের উচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ অবস্থান করছেন। অন্যদিকে বাস্তবায়নকারী স্তরের মধ্যে শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান। আমাদের দেশে নীতি-নির্ধারককারা সরকারের আমলা কিন্তু বহির্বিশ্বে দেখা যায় আমলা বহির্ভূত নীতি-নির্ধারণী স্তর। সরকারী নীতি-নির্ধারণী মহল শিক্ষকদের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করার জন্য ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিয়ম রাখলেও উক্ত সদস্যরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন এবং বিদ্যালয়ের কাজে সহযোগিতায় বিরাট অনীহা লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ও উপবৃত্তি কর্মসূচী একটি কল্যাণমূলক প্রক্রিয়া হলেও কমিটির সাথে শিক্ষকদের ঠাণ্ডা লড়াই থেকে আদালত পর্যন্ত গড়াচ্ছে, যা সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করলে দেশ ও জাতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্বাধীনতার ২৯ বছরেও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নাই। এখনও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অভিভাবকদের অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক চাপে মোট ছাত্র-ছাত্রীর ২০% বাধ্যতামূলক অংশ করাতে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের গলদঘর্ম হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কোটা পূরণে ব্যর্থ শুধু শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপালেই সমস্যার সমাধান আসবে না। এ জন্য প্রয়োজন গবেষণা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, পেশাদার গবেষক সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, ড্রপআউট রোধ, শিক্ষকদের জীবন মানোন্নয়নে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ঃ

১। প্রাথমিক শিক্ষায় একটি ক্যাডার ভিত্তিক সার্ভিস চালু করা।
২। ক্যাডারের সর্বনিম্ন স্তর সহকারী শিক্ষক নির্ধারণ করা।
৩। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষকদের ধারাবাহিক পদন্নোতির ব্যবস্থা করা।
৪। শিক্ষকদের বেতনস্কেল দূরীকরণে ন্যূনতম ২৫৫০ থেকে ৩৪০০ টাকা নির্ধারণ।
৫। প্রধান শিক্ষকের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান।
৬। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৩০ করা।
৭। বিদ্যালয়ে করণিক পদ সৃষ্টিকরণ।
৮। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিগণের ন্যূনতম যোগ্যতা এসএসসি ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনকরণ।
৯। বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন করে পুরস্কার ও দ্রুত পদন্নোতির ব্যবস্থাকরণ।
১০। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আলাদা প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়নকরণ।
১১। নীতি-নির্ধারণী স্তরে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থাকরণ।

❑ মোহাঃ আবদুল খালেক